গ্রন্থকার প্রণীত।

১। কথানিবন্ধ—অনেকগুলি মনোহর উপন্যাস সম্বলিত গ্রন্থ ... ... মূল্য ১৲ টাকা

২। ফুলশর—কবিতা গ্রন্থ ... „ ১৲ „

৩। যন্ত্রতন্ত্র— „ ... „ ১৲ „

৫নং, কলেজ ষ্ট্রীটে এবং ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের মেডিকেল লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থগুলি সর্ব্বত্র বহু প্রশংসিত।

পঞ্চক মালা

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার
প্রণীত।

1910.

Calcutta :

Printed by P. C. Dass, at the

KUNTALINE PRESS,

61 & 62, Bowbazar Street

and

Published by Sen Brothers & Co.,

5, College Street.

সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

সুগত পঞ্চক।

"বুদ্ধবীর, নমোত্য-ৎথু, সব্ব সত্তানামুত্তম,
যো মং দুক্খা পমোচেসি, অঞ্ঞঞ্চ বহুকং জনম্।"

মায়াদেবীর দেবপূজা।

"অগ্নিদেব, দেব প্রভাকর,
স্বর্ণ বর্ণে প্রদীপ্ত সুন্দর !
পুণ্যতাপে দগ্ধ কর পাপ।
সুখসিন্ধু-নিধি চন্দ্র তারা,
কিরণেতে করুণার ধারা
বরষিয়ে হরিও সন্তাপ।"

শুচিস্নাতা মায়াদেবী, কৌষিক বসনে
উজলি' সুবর্ণ কান্তি, বসি কুশাসনে—
বিরচি অঞ্জলি রক্ত কর-পদ্ম-দলে,
শুক-সুকোমল কণ্ঠ বেড়িয়া অঞ্চলে—
স্তুতি-অন্তে প্রণমিয়া দেবতা-চরণে
স্তম্ভিত করিলা দৃষ্টি আয়ত নয়নে।

নিজ হাতে রাজরাণী ভিখারীর হাতে
দিবেন বসন অন্ন ; তাই, শুভ প্রাতে
দ্বারেতে দরিদ্র কত বসি' অপেখিয়া —
"দে বসন, দে মা অন্ন" কহিল ডাকিয়া।
বসি' পুত্রার্থিনী দেবী পূজার ভবনে,
শুনিলেন "মা মা" ধ্বনি ভিখারী-বদনে।

মাতৃসম্ভাষণ কর্ণে মধু উগরিল ;
"এস বাছা" বলি যেন প্রাণ উগরিল।
উছলিল স্নেহ-সুধা জগতের হিতে।
চলিলেন ধীর পদে ভাবিতে ভাবিতে :—
"লালসা-বিলাসে তৃপ্তা নহেরে রমণী ;
এ জীবন ধন্য তা'র, হইলে জননী।"

দরিদ্রে বিতরি' অন্ন বসন সুন্দর,
তৃপ্তি-সুখে পরিপূর্ণ করিয়ে অন্তর,
প্রবেশিতে কক্ষমাঝে হেরিলেন রাণী
রাজা শুদ্ধোদন দেবে। বক্ষমাঝে টানি
আদরে চুম্বিয়া স্নাত মুখপদ্ম, পতি
কহিলেন, "একি দেবী-মূর্ত্তি তব সতী !"

মাতৃত্ব-গৌরব-স্বপ্নে পূর্ণ ছিল প্রাণ ;
অধর অমৃতসহ করিলেন দান
যৌবন-কুসুম-অর্ঘ্য পতি-পদ-তলে।
ত্রিদিবে দেবতা-বক্ষে জগত-মঙ্গলে
উৎসরিল করুণার বিমল নির্ঝর।
সুলভ প্রীতির মন্ত্রে দেবতার বর।

দেব শিশু।

কোলে করি' মাতৃহীন শিশুটি আদরে,
রাজা শুদ্ধোদন পানে চাহিয়া কাতরে,
অভাগিনী ভগিনীর কথা স্মরি' মনে,
কহেন গোতমী দেবী, সজল নয়নে,

(মধুর করুণবাণী অধর স্পন্দনে) ঃ—
"মহারাজ, কভু নাহি কহিও নন্দনে
ধরিনি জঠরে ওরে। দুর্ভাগ্য মাতার
শুনিলে ব্যথিত হবে শিশু সুকুমার।

কহিতে কহিতে কথা মুছিয়া বদন,
পূরিলেন শিশু-মুখে ঘন পীন স্তন ;
বক্ষের তরল স্নেহ সুধা হ'য়ে ঝরে ;
তৃষিত অধর কচি, কাঁপে পয়োধরে।

যৌবন-বসন্ত-কুঞ্জে প্রেম পুষ্পদল,—
ত্রিদিব দুর্লভ নব এ অমৃত ফল
প্রসবি' পড়িল ঝরি' অজানা ছায়ায় !
অভিভূত চিত্ত আজি মায়ার মায়ায়।

মনে মনে দেবতার চরণ বন্দিয়া,
গোতমীর আঁখি ধারা চুম্বনে মন্দিয়া,
কপোল-লম্বিত কেশ সরায়ে যতনে,
কহিলেন শুদ্ধোদন, রমণী-রতনে ঃ—
"দেবী তুমি হে গোতমী, অনাথ-জননী ;
তোমারি কুমার এই নয়নের মণি।"

সুধা-তৃপ্ত-কণ্ঠে শিশু পড়িল ঘুমায়ে
অতৃপ্ত নয়নে দেবী, বদন নুয়ায়ে,
হেরিতে শিশুর কান্তি জন্মিল বিস্ময়।
দেবতা কি হবে শিশু ? মনেতে সংশয়
হেরিয়া অঙ্গের চিহ্ন ভাবেন আবার,—
"মহারাজ-চক্রবর্ত্তী হইবে কুমার।"
"হাতে পায়ে পদ্ম আঁকা সোণার বরণে ;
যাচিবে নিখিল বিশ্ব শরণ চরণে।"

অপার্থিব সুখ-রস উথলে অন্তরে ;
জাগরণে স্বপ্ন যেন শিরায় সঞ্চরে।
দেবগণ ঢাকি' তনু দীপ্তি আচ্ছাদনে,
গাহিল যেন রে গীতি বীণার বাদনে।

সুর যেন সুর-নদী পুণ্যধারা ঢালে ;
তরঙ্গে তরঙ্গে বিশ্ব নাচে তালে তালে।
করিছেন দেবগণ দেবের আরতি ;
শিশু-কোলে ধ্যান-মগ্না দেবী প্রজাপতি।

* * * *

"আগত ভবে সুগত দেব, জগত তারিতে ;
হবে সুশীত তৃষিত নর করুণা-বারিতে।
ব্যাধি ও জরা- -ব্যথিত ধরা,
বিষাদে আর কাঁদিওনা !
মুক্তি পাবে ক্ষুদ্ধজন বুদ্ধ শ্রীপদে।
দীপ্তপথ ভাতিবে চোখে ভ্রান্তি-বিপদে।
সুখের আশে মরণ-পাশে
জীবন কেহ বাঁধিও না।

জাগরণ।

যশোধরা! বিশ্বভরা একি আর্ত্তনাদ?
পর্ণের কুটীর কিম্বা স্বর্ণের প্রাসাদ,
বাসনা-অনল-তাপে যাতনার ধূমে
কৃষ্ণকান্তি, শান্তিহীন। তবু, ভ্রান্তি ঘুমে
মুদিছে নয়ন নর, শয়ন পাতিয়া;
ভীষণ দুঃস্বপ্নে পুনঃ শ্বসিছে কাঁদিয়া!

মথিয়া আনন্দ-গীতি রোধিয়া শ্রবণ,
রোদনের ভীমধ্বনি অসীম গগণ
ব্যাপিয়া ভ্রমিছে ঘন গুরুনাদে ডাকি';
স্ফুরিছে বিদ্যুত দ্রুত ঝলসিয়া আঁখি।
বেদনা-জলদ-জাল---নিবিড়, ধূসর,
ঢাকে আসি রবি শশী নক্ষত্র ভাস্বর।
যন্ত্রণার অন্ধকার উজলিয়া তাপে,
বজ্রনাদে আর্ত্তনাদ গরজিয়া কাঁপে।

ভ্রমিতে জীবন-পথে যৌবনের রথে---
সারথী দেখাল মোরে,---চরিছে মরতে
জরা ব্যাধি মৃত্যু নর-গৌরবের দ্বারে।
কে দিবে মানবে শান্তি ? কে তারে উদ্ধারে ?

মানবের আনন্দের ক্ষেত্র—মধুবনে,
হেরিলাম ‘মার’ আর ‘মার’-বধূগণে।
নহেক সুন্দর তা’রা ; ভূষণে বসনে
প্রচ্ছন্ন করে গো অঙ্গ শীর্ণ অনশনে।
বিবসনা বাসনার হাসি নাই মুখে,
নয়নেতে দীপ্তি নাই তৃপ্তি নাই বুকে।

অবশা লালসা তথা অনবগুণ্ঠিতা,
বাঁধিয়া গলায় ফাঁস ধূলায় লুণ্ঠিতা।
‘মার’-পূজ্যা লজ্জাহীনা হেরিলাম রতি,-
বিঘ্ন-পঙ্কে নগ্নতনু কঙ্কাল মূরতি ;
বিভৎস উৎসব-শব টেনে ছিঁড়ে খায়,
গৃধিণী প্রেতিনী সম ক্ষুধার জ্বালায়।

মার-দত্ত বিত্ত তেজি শুদ্ধ নিত্যমণি
কোথা পাব ? কহ মোরে হে সতী রমণী।
রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু উতরিতে চাই ;
কহ কান্তে কোথা পন্থা ! দেখিতে না পাই
খুঁজিয়া খুঁজিয়া সারা হতেছে অন্তর।
সদ্যজাত শিশুসম অসহায় নর !

তব প্রেমে, প্রিয়তমে লভেছি ইঙ্গিত,—
সেবা-সংযমের মহা মহিমা-সঙ্গীত
গাইয়া ফিরিতে চাই সংসারের দ্বারে।
স্বার্থ-নাশে সিদ্ধি আশে, শিখালে আমারে।

*　　*　　*　　*

শুনিতে শুনিতে কথা অমৃত-নিচিত,
বক্ষেতে শয়ন পাতি—প্রেমেতে রচিত,
রাখি তথা তথাগতে দেবী যশোধরা—
চিন্তিল, "করুণা ধারে ধন্য হবে ধরা ;"
"ধন্য আমি, পুণ্যফলে পেয়েছি এ পতি,
জীবনে মরণে যিনি জগতের গতি।"

*　　*　　*　　*

নিশায় সেদিন দেবী যশোধরা
স্বপ্নে শুনিল বাণী ঃ—
"কষায় বসনে সাজ তুমি ত্বরা
হবে যদি রাজ-রাণী।
"নির্ঘোষে দূরে ধর্ম্ম-চক্র,
রথেতে তোমার পতি ;
"জ্বালাও আলোক, সাজাও কক্ষ,
কেন বিলম্ব সতী ?
"নব উৎবাহে মিলিবে দুজনা—
পতি আসিছেন রথে ;
"স্বর্গে মর্ত্ত্যে বাজিছে বাজনা,
নর-কোলাহল পথে।"
কহে যশোধরা ঃ—"বিবাহ আবার ?
কেন না শুনিনু আগে ?
অলস অঙ্গ ঘুমে যে আমার,
অবশ প্রাণ না জাগে।
বাজনা বাজায়ে ঐ আসে বর !
প্রদীপ হয়নি জ্বালা ;
সাজাব কখন্ ধূলাভরা ঘর ?
গাঁথিব কখন মালা ?

বিনয়-খচিত কোথা নীলাম্বরী ?
কোথা ত্রিরতন-হার ?
শীলের সূত্রে বাঁধিনি কবরী,
লুটিছে কেশের ভার।
বল্লভ মোর আসিছেন হেসে
দুর্লভ নব সাজে ;
পদধ্বনি ওই শুনি দ্বারদেশে !
সঘনে বাজনা বাজে।"

* * * *

নিশীথে জাগিলা দেবী হেরিয়া স্বপন ;
কোথা চক্রবর্ত্তী পতি ? নিষ্প্রভ ভবন।
শয্যায় নিদ্রিত পুত্র, না জানে বিষাদ ;
পতি দেবতার দত্ত মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ।
কবে আসিবেন পতি, ফিরিয়া ভবনে ?
অপেক্ষিয়া জাগে সতী নব জাগরণে !

নির্ব্বাণ।

জিজ্ঞাসু— কপিল ঋষি-উষিত পুরী

ভূষিত করি কিরণে,

দেবতা ও কে আসিল লোকে সঞ্চরি ?

অমর বালা জ্যোতির মালা

দোলায়ে নভ-তোরণে

নমিছে রাঙ্গা আঙ্গুলে বাঁধি অঞ্জলি !

জাগ্রত— কুমার আজি রাজাধিরাজ-

বেশে প্রবেশে ভবনে ;

দেব ও দেবী, এস গো অভিনন্দিতে ;

তরিবে যদি ভব জলধি

হেরি সুগতে নয়নে,—

জগতজন, এস, চরণ বন্দিতে।

(কথা)

শুদ্ধোদন, দেবী গোতমী

লভি অমনি বার্ত্তা,—

আকুল আঁখি জুড়াল, দেখি নন্দনে।

মরণ-গত অমৃত-পথ

হেরিল যেন আত্মা ;

সুধার ধারা ঝরে অধীর ক্রন্দনে।

সজল আঁখি যুগল মুছি—

অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠিতা,—

হেরি' পতির জগদতীত দীপ্তি,

চরণ মূলে নয়ন তুলে

রহিল ধূলি-লুণ্ঠিতা ;

শাক্যকুল লভিল নব তৃপ্তি।

উদ্বোধিয়া মুগ্ধ প্রাণী

বুদ্ধবাণী ক্ষরিল ;

ঝরিল ভবে স্নিগ্ধ নব শান্তি ;

বিরহ-শোক- বিগত লোক,

জীর্ণ জরা মরিল ;

নাহিরে দেহে শ্রান্তি—মনে ভ্রান্তি।

* * * *

(শুদ্ধোদন)

আমি জনক ; পালক তুমি !

কুল-পাবন পুত্র !

শুষ্ক মরু, করুণাধারে ভরিলে।

মুছিয়ে বাধা, আঁধার ধাঁধা,
অন্ধে দিলে নেত্র :
জীবন-তরু তরুণ করি গড়িলে।

(গোতমী) (১)

এস, নয়ন পুতলি সুত,
উতলা চিত মাঝারে !
করিয়াছিলে স্তন্যপানে ধন্যা !
আজি যে তব ধর্ম্মে, নব
জন্ম লভি', বাছারে,
হইনু,—লোক জনক ! তব কন্যা !

(কথা)

শ্রীপদ-সেবা করিতে যেবা
ছিলরে অধিকারিণী....
অগাধ যা'র চিত্ত ভরা ভক্তি,
চাহি' শ্রীমুখ পানে, সে মূক-
ভাষায় যেন কামিনী
যাচিল প্রাণে প্রাণেশ-সেবা-শক্তি।

(১) এই স্থানের সম্পূর্ণ ভাবটি স্বয়ং দেবী গোতমী রচিত গাথা হইতে গৃহীত।
অপদান, ৩৪—৩৬।

যাচিল, প্রিয় রাহুল তরে,
বহুল প্রীতি-বিত্ত,
বিনয়ে শীলে ভূষিতে শিশু সন্তান ;
যেন রে সুত, সাধনা-পূত
দৃষ্টি লভি' নিত্য,
পতির মত লভে অমৃত নির্ব্বাণ।

* * * *

(গাথা)

গাহে কাশ্যপ মুনি(২)শাশ্বত বাণী,
বিস্মিত শুনি বিশ্ব।
রাজা অধিরাজ, ভিখারী-সমাজ,
হইল সুগত-শিষ্য।
ভণে পুণ্য বিনয়(২)বর্ণন করি
অগ্রগণ্য উপালি(২)।
কি গৃহী, শ্রমণ, কিবা ব্রাহ্মণ,
ধন্য শুনি সে গাথালী।
কহে আনন্দ(২) দেব-বন্দিত কথা ;
স্তম্ভিত নর, মন্ত্রে।

---

(২) কাশ্যপ, আনন্দ ও উপালি, ভগবানের প্রধান শিষ্য ত্রয়। উঁহারাই বিনয় পিটক, সুত্ত পিটক ও অভিধম্ম পিটকের পাঠ নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

অতীব শুদ্ধ বিবিধ সুত্ত(২)
ধ্বনিত হৃদয় যন্ত্রে।
হে থের থেরী(৩)পূত গাথা অগণন।
বাধা কোথা ব্যথা ভয়ে?
জীবনে বর্ম্ম শ্রীঅভিধম্ম(২),
জন্ম-মরণ-জয়ে।

---

(৩) জ্ঞান-বৃদ্ধ পুরুষ ও রমণীর নাম থের ও থেরী; ইঁহাদের গাথা খুদ্দক নিকায়ে আছে।

সুসমাচার।

১

বোধি দ্রুম-তলে মুক্ত শুদ্ধ
দেব অমিতাভ অমৃত বুদ্ধ।
নর-হিত তরে উদিল ধর্ম্ম,—
লুকানো মন্ত্রে বেদ নাই!
বলি, হোম, যাগ, দূরে পড়ে থাক্;
অনলে, সমিধে, মেধ নাই।

২

দ্বিজ বা শূদ্র সাধু বা পতিত,
কি পুরুষ নারী, এসগো ত্বরিত;
পরহিতে সাধ পরম কর্ম্ম,—
পুণ্য আনিবে বেদনা-ই।
করি' প্রাণদান পাবে নব প্রাণ,
প্রীতি বন্ধনে ছেদ নাই।

৩

আকাশের মত অসীম উদার,
নির্ব্বাণ-পথে সম অধিকার।
শুনি সমাচার, তৃপ্ত কর্ণ :-
নরে নরে কোন ভেদ নাই.;
ব্যাধি, জরা, দুখ, মরণ, আসুক--
খেদ নাই, তাহে খেদ নাই

নারী পঞ্চক।

বৌ।

উলুধ্বনি কর্‌লো সবে বাজ্‌ছি বাজা শাঁখে।
আমার মাণিক্ সোণা, বৌটি—চাঁদের কোণা—
আকাশ থেকে পেড়ে এনে দিচ্চে তুলে মাকে।
বরণডালা হাতে, আয়লো সাথে সাথে ;
লক্ষ্মী এলো সাগর থেকে, সুধার কলস্ কাঁকে।
ঘরে এসো ; মরি, লক্ষ্মী পূজা করি,
সিঁদূর দিয়ে সিঁথী ভোরে তুলি বুকের তাকে।

পরের মেয়ে ? ওমা ! কথা বল্লি তোরা কাকে ?
পরের বাছা হোলে, তুলে নিতে কোলে---
উঠ্‌ত কিরে সুখের ঢেউ বুকের থাকে থাকে ?
আঁখি-পদ্ম-দলে শিশির কেন ঝলে ?
মা ফেলে যে এলে তাই, ভাব্‌ছ কিগো তাকে ?
চাঁদ মুখেতে "মা" আমায় বলনা !
মুখ ভোরে যাক্ দুজনেরি মধুর "মা" "মা" ডাকে।

আমিও মা ফেলে এসে আজ পেয়েছি মাকে।
তুমিও পবে মা ! দুঃখ রবে না,
বাঁধ্‌বে যবে ঘর খানি গো প্রেমের সূতার পাকে।
এসো বাছা ঘরে, আপন কর পরে।
উলুধ্বনি দেলো সবে বাজ্বি বাজা শাঁখে।

শিশুর মা।

"তিনি" আমায় বলেন, আমি সুধাময়ী রাণী ;
প্রাণে আমার সুধা ছিল, সত্য বলে' মানি।
ঢেউ খেলিয়ে যতটুকু লাগে ঠোঁটে, চোখে,—
সেই টুকুত "তিনি" পান্ করেন ঢোকে ঢোকে।
প্রাণের বাসা-ঘরে সুধা ছিল জমাট্-করা,—
সেই সুধাতে মোদের জাদুর অঙ্গ খানি গড়া।

আমি যবে বাহু-পাশে বেঁধে ফেলি "তাঁয়,"
অতি ঘন স্বপ্ন নাকি জড়ায় তাঁহার গায়।
"তাঁরে" যখন বাঁধি, আমার বুকে মোহ কাঁপে ;
বুঝেছি,—সে পরাণ ভরা স্বপনেরি চাপে।
প্রাণ-কোটরে শিশুর নীড়ে স্বপ্ন ছিল ভরা,—
সেই স্বপনে মোদের বাছার অঙ্গখানি গড়া।

নয়কো মিছে, বলেন "তিনি" আমায় বেসে ভাল,
আমি নাকি চাঁদের মত আঁধার ঘরের আলো।
এই কপোলের কূলে কূলে পুলক্ যখন জাগে,
সত্য দেখি, আলোর ছিটে তাঁর কপোলে লাগে।

বিজন প্রাণের মাঝে আমার ছিল আলোর ঝরা,-
সেই আলোকে মোদের চাঁদের অঙ্গ খানি গড়া।

মানি বটে,—ফেলে দিতে শিশুর মুখের মাটি,
চোদ্দ ভুবন নন্দরাণী দেখেছিল খাঁটি ;
শিশু যখন হাসে,—তাহার দুধে দাঁতের কোলে
লক্ষ্য করি, শোভাভরে লক্ষ ভুবন দোলে।
সারা বিশ্বের রুচি শোভা ছিল জড় করা,—
সেই শোভাতে মোদের শিশুর অঙ্গখানি গড়া।

মায়ের মা।

কোলের বাছা কোলে নিয়ে আয় মা আমার কোলে!

কটি বছর হল গত—

যেন কটি যুগের মত;

যুগ যুগান্ত যেন অন্ত কত চিন্তার গোলে!

ছেলে বেলার কথা তোমার

জাগ্‌ছে মনের মাঝে আবার;

তুই ছিলি তোর জাদুর মত; জানাই তা কি বোলে?

তেম্‌নি বরণ, তেম্‌নি গড়ন,

তেম্‌নি হাসি, তেম্‌নি ধরণ।

আয়রে, সোণা, মাণিক দিয়ে পূরাই বুকের থোলে।

ঘরে দোরে তোমার মায়া

জড়িয়ে আছে ছড়িয়ে ছায়া,

ওঠে কেঁপে বুক্‌টা চেপে তোমার কথা হোলে।

তোমারি সে খেলার ঘরে

খেল্‌না আছে শিশুর তরে;

আঙিনাতে দোল্‌না তোমার, আপন মনে দোলে।

আলো পেয়ে সাজ্‌ল ধরা,
ফুল ফুটেছে বাগান ভরা ;
তোমার হাসি ভালবাসা কেউকি হেথা ভোলে ?
ছাড়িয়ে আমার বক্ষ-সীমা,
সুখে ছিলে তুমি কি মা ?
থাক্‌ সে কথা ; দুঃখ ব্যথা দূরে গেছে চলে।
আজ্‌কে শোয়া বসা মানা ;
কাঁধে তুলে চাঁদের ছানা,
জ্যোছ্‌না দিয়ে গা ভেজাব, প্রাণটা যাবে গলে'।
কোলের বাছা কোলে নিয়ে আয় মা আমার কোলে

প্রেম বিদ্ধা।

(১)

আশ্বিন মাসের ভোরের বেলায়—
বাগান তখন্ ফুল্-পরা,
সতেজ শ্যামল তরুর তলায়
গঙ্গা ছিল কুল্-ভরা,—
দাঁড়িয়ে তুমি (আত্ম-মগ্ন)
শিউলি-গন্ধি বাতাসে,
খুঁজ্‌তেছিলে নিশার স্বপ্ন
আশায় এবং হতাসে :
ক্ষণেক পরে উঠ্‌লে কেঁপে—
উঠ্‌লে ফেঁপে সহসা,—
তরঙ্গেতে অঙ্গ ছেপে
গঙ্গা যেমন বিবশা।
ডাক্‌ল পাখী মিঠে গলায়
তুমি কাণে তুল্লে না ;
নাচ্‌ল ছায়া তরুর তলায়
তুমি তাতে ভুল্লে না ;

পাতার গায়ে বাতাস বেজে
উঠ্‌ল ঘন স্বনে গো ;
তোমার পানে (ফুলে সেজে)
চাইল তরু বনে গো।
তুমি ছিলে বন্যা-জলে
কূলে কূলে ফুলিয়া ;—
গঙ্গা সম গেলে চলে'
তরঙ্গেতে দুলিয়া।
তাহার পরে সূর্য্য-করে—
ঝলকিল ধরণী ;
শাদা মেঘের মতন্ বেগে
গঙ্গা-বক্ষে তরণী,
চল্‌ল ছুটে ; উঠ্‌ল ফুটে
চূর্ণ ঢেউএর বুদ্‌বুদে,—
তারার কণা, হীরের দানা,
গাঁথা সোণার বিদ্যুতে।
প্রেমের বানে, সুখের টানে,
তুমিও গেলে অন্বিত,-
প্রীতির ধারার মাঝে ধরা
করি' প্রতিবিম্বিত।

নিরবধি গঙ্গা নদীর
মতন যদি বহিতে,
ভোরের গাথা, কুলু কথায়
নিত্য যদি কহিতে,
সিন্ধু-পানে স্রোতের টানে
চলে যেতে ছুটিয়া ;
হীরে গাঁথা ঢেউএর মাথায়
উঠ্‌ত আলো ফুটিয়া।

* * * *

ক্ষীণ-ধারায় বালির কারায়
গড়িয়ে অতি মন্থরে,
তিলে তিলে শুকিয়ে গেলে
শুষ্ক মরু-প্রান্তরে।
আজো ভোরের বাগান ভোরে'
ফোটে ফুলের কলি ত ;
শিশির-সিক্ত বায়ু, নিত্য
ফুলের গন্ধে দলিত।
গাছের তলায় ছায়া খেলায়
স্বপ্নে রচি জড়িমা,
গঙ্গাজলে উছ্‌লে চলে
কিরণ-মাখা গরিমা।

তোমার ব্যথা তোমার কথা
নেইক কারো স্মরণে ;
মাটির পৃথ্বীর দৃঢ় ভিত্তি,
মানুষ মরে মরণে ।

২ ।

মাটির ভাণ্ড তাপে গড়া, সুখের বাঁধন্ পাপের দড়া ;
নির্ম্মম এ বিধি অতি অলংঘ্য ।
প্রাণটা যাহার বিশ্ব জোড়া, তারি বেশী কপাল্ পোড়া,
প্রীতির সুধার ধারে ঝরে কলঙ্ক !
গভীর শোকে ব্যথিত প্রাণে থাক্‌তে চেয়ে' অতীত পানে,
মুখ্‌খানি লুকিয়ে ঘরের কোণে গো !
পায়ে ঠেলে তোমায় লোকে দেখ্‌ত চেয়ে ঘৃণার চোখে ;
মোদের চেয়ে বাঘ-ভালুকো বনে গো—
মনে হয় যে ভাল বরং । ধিক্ মানুষের পুণ্য ধরম্ !
পর্‌কে দলে' চরণতলে, সাধুতা ?
যত ভণ্ড যত চোর, গলায় তাদের তত জোর ;
নীরব সাধুর মাথায় তাদের পাদুকা !

৩।

এড়িয়ে ভবের দুঃখ নানা, ছড়িয়ে তোমার প্রেমের ডানা,
উড়ে গেছ প্রেম-বিদ্ধা, কোথা সে ?
গঙ্গাতীরে ভোরের বেলায়, শিউলি-গন্ধি ছায়ার তলায়,
খুঁজেছিলে যারে আশায় হতাশে,
আজকে আবার শরৎকালে পাখায় পাখায় তালে তালে,
তারি সাথে যাচ্ছ উড়ে সুদূরে ?
ভবের জ্বালা ফেলে পিছে, জন্ম মৃত্যু রেখে নীচে,
পেয়েছ কি প্রেম পুণ্য শুধুরে ?

৪।

তুমি চলে গেছ বোন্ না জানি সে কোন্ রাজ্যে !
ফেলে গেছ হায় শিশু অসহায় আজ যে।
তুমি ভুলেছ কি তার ক্ষীণ করুণার ক্রন্দন ?
ছোট বক্ষের মৃদু দুঃখের স্পন্দন ?
তুমি ভুলেছ ব্যাধের গুরু আঘাতের
স্মৃতি কি ?
পেয়েছ তোমার চির সাধনার
প্রীতি কি ?
তুমি চলে গেছ বোন্ বহিয়ে জীবন-
বাহিনী ;
ফেলে গেছ ঢের দীর্ণ প্রাণের
কাহিনী।

(৫)

তোমার দুঃখ ফুরিয়ে গেছে,
জ্বালা গেছে জুড়িয়ে।
এখন্ তোমার ব্যাথার, দুখের, ত্যক্ত অশ্রু, রক্ত বুকের,
পাষাণ থেকে মুছে চেঁচে
রাখ্‌ছি আমি কুড়িয়ে।
কুড়িয়ে ইতিহাসের খাতা, জুড়ে নিয়ে ছেঁড়াপাতা,
শোক-বিদ্ধ-অনুরাগে
পড়্‌ছি প্রাচীন যাতনা।
মুছে গেছে অনেক লেখা ; লুপ্ত দুঃখের শীর্ণ রেখা
ফুটিয়ে নিয়ে কালো দাগে
কচ্চি নানা ভাবনা।
দেখ্‌ছি চেয়ে ফিরে ফিরে — কঠোর সমাজ-শিলার শিরে
প্রীতির স্মৃতি-ধ্বজা যথায়
রেখে গেছ উড়িয়ে !
অশ্রু গড়ায় আমার চোখে, ঘৃণার হাসি হাসে লোকে ;
তোমার আজ্‌কে চিন্তা কি তায় ?
ভাবনা গেছ পুড়িয়ে ;
তোমার দুঃখ ফুরিয়ে গেছে
জ্বালা গেছে জুড়িয়ে !

দেবী।

এত তুমি সইতে পার দুঃখ জ্বালা,
কচি কচি ফুলে রচা বক্ষে বালা?
কাননে,—আমার তরে,
ফুটিয়ে কাঁটা করে,
তুলে দাও পুষ্পরাশি, সাজিয়ে ডালা!
গরলে মিটিয়ে ক্ষুধা,—
সরলে! সুখের সুধা
ঢালিয়ে তৃপ্ত করা, তোমার পালা।
ও চুমে আমরা বাঁচি;
তুমি নেও মরণ যাচি!
মৃত্যু কিগো তোমার বুকের স্নিগ্ধ মালা

জীবন পঞ্জিকা

তাণ্ডব নৃত্য।

অঙ্গে বিভূতি অজিন-বসন--

হেরগো সৃষ্টি মণ্ডপে,

সঙ্গে অযুত ভূত প্রেতগণ—

ভৈরব নাচে তাণ্ডবে।

গম্ভীর গুরু ডমরু বাজিছে,

ফণী দোলে তালে উল্লাসি ;

নন্দীর করে পটহে নাদিছে ঃ—

"বোম্ বোম্ হর সন্ন্যাসী।"

অনল-দীপ্ত দ্বাদশ সূর্য্য

ঊর্দ্ধ গগনে স্তম্ভিত ;

প্রবল ঝটিকা বাজায় তূর্য্য,

শৈল সিন্ধু কম্পিত।

বিরচি গরলে অর্ঘ পাদ্য,

বাসুকি উঠিল নিঃশ্বাসি ;

উপছি পাতাল উঠিল বাদ্য—

"জয় জয় হর সন্ন্যাসী।"

বক্ষে শঙ্কা জাগিল চকিতে,—
চমকে ইন্দ্র চন্দ্র ;
যক্ষ রক্ষ বিহ্বল চিতে
ভুলিল রক্ষা মন্ত্র।
রচেরে স্তোত্র দেবতাবর্গ—
উচ্চরে বাণী বিন্যাসি'।
নাচেরে রুদ্র মাতায়ে স্বর্গ ;
"বোম্ বোম্ হর সন্ন্যাসী।"

অগণিত লোকে বাজে বাদিত্র
গরজি অধিক গরবে ;
দ্বিগুণিত ভূত ফণীর নৃত্য,
ভীম তাণ্ডব পরবে।
তুলিল গঙ্গা ফেনিল লহরী
জটায় জটায় উচ্ছাসি ;
ঘুরিল ত্রিশূল গগন উপরি,
"জয় জয় হর সন্ন্যাসী।"

আজি যে তোমার নৃত্য হেরিয়া
তোমারি চরণ প্রান্তে,
নাচিছে বিশ্ব, শূন্য ঘেরিয়া—
আলোক বিকাশি ধান্তে।
অশিব মথিয়া মঙ্গল-গাথা
উঠিছে ; শুনিছে বিশ্বাসী।
হে শিব, সর্ব্ব, বিশ্ব-বিধাতা !
"বোম্ বোম্ হর সন্ন্যাসী।

শীত বাসরে

শুষ্ক পত্র মর্ম্মরিয়া নিশ্বসিছে কাননে পবন,—
কোথা সে শারদ শ্যামলতা ?
কোথা সে বসন্তভুক্ত অতি স্নিগ্ধ ফুল্ল উপবন ?
পরিমলে কুসুমিতা লতা ?
প্রকৃতির প্রফুল্লতা, সুখগাথা, লুকাল কোথায়
শীত-ক্লিষ্ট নিস্তব্ধ বিজনে ?
যৌবন গিয়াছে মরে, মর্ম্মভরা প্রেমের ব্যাথায় ;
জরা আজি বিচরে জীবনে।

আসিবে না সে যৌবন, ফিরে নিয়ে সুখ-উন্মাদনা ?
কেন তারে চাও তুমি কবি ?
শ্বসিওনা বহি বুকে সুষমার বিরহ-বেদনা,
ভোল সে কোমল শ্যাম-ছবি।
তীব্র দাহে কোথা তৃপ্তি ? ক্ষিপ্ততায় কোথা প্রফুল্লতা ?
বাঁধ আজি স্থিরতায় প্রাণ।
জলদ-গর্জ্জনে প্রাণে হানে ঘন দীপ্ত বিদ্যুল্লতা ;
কি লাভ, বিলাপে গাহি গান ?

দুঃখ শোকে নিপীড়িত, প্রপীড়িত শত অত্যাচারে,
ঘরে ঘরে কাঁদে নর নারী ;
সুগতের মুক্তি-মন্ত্র শুনাইয়া শান্ত কর তারে ;
কাছে গিয়ে মোছ অশ্রুবারি।
উন্মনা কল্পনা নিয়ে, ওহে কবি, রচিয়োনা গান ;
দীপ্তি ওর—চঞ্চলতা টুক্।
কোরো না উন্মাদ তুমি ক্ষিপ্তস্বরে বিশ্বের পরাণ ;
বিলাস লালসা নহে সুখ।

হোক্ শুষ্ক, কিম্বা পুষ্পে সুভূষিত যত তরুলতা,
শরত-বসন্ত-বর্ষা-শীতে ;—
চঞ্চল বাসনা সহ ঝরিয়া পড়ুক্ তরুণতা ;
আজি তায় দুঃখ নাই চিতে।
মেঘ-মুক্ত প্রশান্ততা দীপ্ত হোক্ প্রীতির কিরণে,
ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ উড়ে যাক্ ;
নবজন্ম লভি' প্রীতি,—স্বার্থের মরণে—
বক্ষ আর বিশ্ব জুড়ে থাক্।

স্বর্গ ।

(১)

ওগো উর্দ্ধলোকে স্বর্গ কোথা—
চির সুখের নগরী—
কৈলাসের আকাশ করি দীপ্ত ?
যুক্তদেহে আসীন যথা
শঙ্কর ও শঙ্করী,
চরণ-তলে সিংহ বলদৃপ্ত ?

(২)

তথা নবীনা নাকি লতিকা যত
নব কোরকে পল্লবে ;
সুখের চাপে সঘনে কাঁপে পর্ণ ;
কুসুম ফোটে প্রেমের মত
মোহিয়া দেব-বল্লভে,
বিকশে দলে আশার শত বর্ণ ।
সুখ- স্বপ্নমাখা আলোকে ভাতে
তটিনী চির রঙ্গিনী,
লহরী-পরে বিহরে নব সুষমা ।
কিন্নরীরা বিহগ সাথে
সঙ্গীতের সঙ্গিনী ।
যামিনী তথা নিত্য রাকা-ভূষণা

(৩)

যথা জীবন বাঁধে পুরুষ নারী
অটুট প্রেম-প্রতানে,
চরণ-তলে দলিত রিপুবর্গ ;
আলোক ভাতে, সুখ বিথারি,
ভবনে আর পরাণে ;
বিরাজে সেথা চির সুখের স্বর্গ ।
নাহি যৌবনেতে চঞ্চলতা ;
চিত্তে চির তুষ্টি ;
হাসির গায়ে চন্দ্র চির অঙ্কিত ।
স্নিগ্ধ রসে আশার লতা
নিত্য লভে পুষ্টি ;
প্রেমের ফুলে মাধুরী চির সঞ্চিত ।

মধ্যাহ্নে।

শরতের দ্বিপ্রহরে, স্থধীর সমীর-পরে
জল-ঝরা শাদা শাদা মেঘ উড়ে যায় ;
ভাবি, একদৃষ্টে চেয়ে — যদি উর্দ্ধ পথ বেয়ে
শুভ্র অনাসক্ত প্রাণ অভ্রভেদি' ধায় !
ঝরে যায় অশ্রুজল, বেদনার কল-কল,
অধীর বিদ্যুৎ-দীপ্তি, দৃপ্ত গরজন !
বাসনা-বন্ধন ছিঁড়ে, স্নিগ্ধ নীলিমার নীরে
ধীরে ধীরে শূন্য ঘিরে করি সন্তরণ।

অতি স্তব্ধ বন-ভূমে ছায়া আছে শুয়ে ঘুমে,
সানুতলে সূর্য্যকর অলসে লুটায় ;
তুঙ্গ শৃঙ্গ-শিরে নীল অতি গাঢ়, অনাবিল ;
স্থগতের ধ্যান যেন জগৎ ফুটায়।
পাখা দিয়ে বিশ্ব জুড়ে, বসে আছে শৈল চূড়ে
অতিকায় প্রশান্ততা ; স্তব্ধ চরাচর।
এড়াইয়ে দুঃখ শোক, স্বর্গ আর পরলোক,
স্থাবর জঙ্গম আজি অজর অমর।

মিলাইয়ে গেছে আধা— জল-ঝরা মেঘ শাদা,
শরতের দ্বিপ্রহরে তুঙ্গ শৈল-গায়।
গাঢ় নীলে শাদা দাগ্ আরো মিলাইয়ে যাক্ :
আমি যাই মিশে, ভেসে, সীমাহীনতায়।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ, আশা, বাসনার ভালবাসা,
ঝরে যাক্, মরে যাক্, আত্ম-বেদনায়।
চরণে বন্ধন নাই, পরাণে স্পন্দন নাই ;
নির্ব্বাণে জাগিয়া থাকি স্থির চেতনায়।

জীবন।

১। গ্রন্থ।

(১)

সুদৃঢ় গৌরবে বাঁধা গ্রন্থ মনোহর ;
সম্পদের স্বর্ণজলে নামের অক্ষর
দীপ্ত তাহে। লুব্ধ মনে আগ্রহের ভরে
তুলিয়া লইনু গ্রন্থ কোলের উপরে।

উদ্‌ঘাটিতে জীবনের সুসম্বদ্ধ খাতা —
দুঃখ কাহিনীর এক কোণাভাঙ্গা পাতা
প্রথমে সম্মুখে মোর পড়িল খুলিয়া।
এ স্মারক চিহ্নে যাই গৌরব ভুলিয়া।

(২)

লিখেছিনু বসি বসি যত্নে অযতনে —
কভু স্বপ্নদৃষ্ট কথা ; কিম্বা জাগরণে
অনুভূত বিষাদের ছোট ছোট গাথা,
কুড়ায়ে কুড়ায়ে পথে যত ছেঁড়া পাতা।

এত ছিন্ন, তবু তারা আছে সুসজ্জিত,
দেব-আশীর্ব্বাদ-সূত্রে একত্র গ্রথিত।
তোমারি চরণতলে লহ দেব, টানি —
তোমারি করুণা-পূত ছিন্ন গ্রন্থখানি।

২। সুখ।

(১)

শ্রম-খিন্ন হয় তনু উৎসব-পরবে ;
উৎকণ্ঠায় কাটে দিন, লভিতে গরবে
সকলের পুরোভাগে আসন সুন্দর।
উৎসাহের অভিনয়ে কম্পিত অন্তর।

সযত্নে উৎসব-অন্তে শুষ্ক পুষ্পগুলি,
নৃত্য সঙ্গীতের স্মৃতি সহ রাখি তুলি।
সদ্যজাত বেদনার বাসি-অনুভবে,
পরম সম্ভোগ সুখ জীবন-পরবে।

(২)

ঘুরিয়া আবর্ত্ত-চক্রে হের স্রোতস্বতী
আছাড়িছে অঙ্গখানি উপল-বিষমে ;
বহিয়া বর্দ্ধিত বেগে, তাহে সেই নদী
সংগ্রহিছে নবশক্তি আঘাত ভীষণে।

আছাড়িয়া পড়ি মোরা কর্ম্ম-শিলাপরে,
বুদ্বুদ তুলিয়া দুঃখ মরে কলকলে ;
জীবন-বাহিনী বহে উচ্ছ্বাসের ভরে।
আঘাত-গৌরবে সুখ জাগে নব বলে।

৩। কীর্ত্তি।

(১)

"কীর্ত্তিমান চিরজীবী"। মরণের পরে
লেখা থাকে যদি নাম, অক্ষয় অক্ষরে—
আমার অক্ষরময়ী কীর্ত্তির ফলকে!
আলোকের বর্ণে নর-নয়নে ঝলকে
নিত্য যদি সেই লিপি!

"ঠিক তাই হবে।"
সমালোচকেরা মোরে কহিলেন সবে।
রবে পরাজিয়া মৃত্যু, কীর্ত্তির পাষাণ;
মৃত্যু আলিঙ্গিয়া মোর হবে অবসান।

(২)

অতীতের অশ্রুহাসি গাঁথিয়া মালায়
গলে পরি আসি মোরা নবীন ধরায়।
আমাদের বিষাদের আনন্দের গাথা,
ভবিষ্যৎ মহাকাব্যে রবে সব গাঁথা।

জীবন যাঁহার কীর্ত্তি, সেই কীর্ত্তিমান—
এ যুগের ভিত্তি-পরে বিশাল মাহান
রচিবেন মহা সৌধ, নবীন ভুবনে।
কালজয়ী হব মোরা কালের জীবনে।

৪। আশা।

(১)

"জীবনের পরে আছে নবীন জীবন।
"উৎকণ্ঠার নিদ্রা আর যাতনা স্বপন,
"ক্লান্তিপূর্ণ জাগরণ, লভিবে বিরাম;
"পাবে অভিমত তৃপ্তি ক্ষুব্ধ এ পরাণ।"

মৃত্যুর ভীষণ পুরী অন্ধকার কারা;
নিরুদ্ধ পবনে কণ্ঠ শ্বসি হয় সারা।
বিবর্ণ সুবর্ণ কান্তি মলিন ছায়ায়।
দীপ্ত হবে আশা তথা আলোক-আভায়?

(২)

যুগ যুগান্তের পরে ভূস্তরে রক্ষিত
অস্থিকণা হবে মোর যত্নে পরীক্ষিত,
গণিতে কালের আয়ু, নরতত্ত্ব কথা;—
দুর্ব্বোধ্য হইবে যবে মানব-সভ্যতা।

কোথা রবে প্রেম মোর, অস্থি যার দেহ?
কোথা রবে আমি মোর, প্রেম যার গেহ?
পাষাণের বিশ্ব হবে শ্মশানে অক্ষয়!
লভিবে নির্ব্বাণ শুধু প্রাণ প্রেমময়?

৫। সাধনা।

(১)

যতনে দুহাতে মুছি' অঙ্গ হতে কালী,
করি কলঙ্কিত মোর করতল খালি।
প্রক্ষালিতে হস্ত, ঢালি অনুতাপ-জল ;
ধূলায় জনমে তাহে কর্দ্দম কেবল।

উজ্জ্বল বিমল পুণ্য শুভ্র অনিবার
কোথা সে তাপস ঋদ্ধি—সিদ্ধি সাধনার ?
ধূলি-বিনিময়ে মোরা সাধনার নামে
ধূলা মাঝে লভি পঙ্ক এ জগত-ধামে।

(২)

হাসি খেলা, ভালবাসা, আনন্দের গান,
রোদন, বিরাগ, ক্রোধ, কিম্বা অভিমান,
সাগরে তরঙ্গসম মথিয়া জীবন,
তুলিয়া গরল, তাহে করিছে সৃজন
দেবতা-বাঞ্ছিত সুধা পরাণে পরাণে ;
অমরত্ব লভে নর সে অমৃত পানে।

জনমি জীবন মাঝে সহজ সাধনা,
আপনি সৃজিছে সুখ, বিনাশি যাতনা।

দুঃখ পঞ্চক।

(গান)

(১)

তোমার কুসুম-কাননে যখন গাহিয়াছিলাম গান,
তখনো ছিল যে নিশার স্বপন
ঊষার ছায়ায় আলসে মগন,
নয়নে তোমার ছিল ঘুমঘোর, জাগেনি তখনো প্রাণ।
তার পরে যবে স্বপন ভাঙ্গিয়া
ফুটিল প্রভাত কিরণে রাঙ্গিয়া,
তখনো কর্ণে শুনিলে কেবলি বিহগের কলতান।
গেছে ডুবে দিন, আসিছে আঁধার;
এই সাঁঝে আজ গাহিব আবার;
মরতে প্রীতির এই শেষ গীতে সঙ্গীত অবসান।

(২)

(আমি) সুখের ভরা বহিয়া এনে দুখের ঘরে রাখি।
দুঃখ আছে বসিয়ে কাছে,
সুখেরে তবু ডাকি।
শৈলে, বনে, গগন-পটে,
সাগর-তলে তটিনী-তটে,
সুষমা হেরি কুসুমে যবে ফুটিয়া হাসে শাখী,—
(আমি) শ্বাসের ঝড়ে- ভগ্ন ঘরে
সে শোভা নিয়ে থাকি।
সুস্বনেতে সমীর ধায়,
মৃদুল কলে ঝরণা গায়,
সুধার ঝরা বহিয়া যায় গাইলে বনে পাখী;
(আমি) তীব্র দুখে- তপ্ত বুকে
সে সুধা এনে মাখি।
মধুর স্মৃতি, প্রীতির রাগে
চিত্র করা মেঘেতে জাগে,—
ফুটিয়া ওঠে মানস পটে মোহন ছবি জাগি;
(আমি) রোদনে-ভিজে আঁখির নীচে
সে ছবি ধরে রাখি।

---

(৩)

(আমি) পাখীর মত উড়ে যাব বন-গহনে।
শিশির ধোয়া পাতার পরে,
তুষার ছোঁয়া হাওয়ার পরে,
ছড়িয়ে দেব পাখা দুটি দুঃখ-দহনে।
বিজন বনের তরু লতায়
ফুল ফুটিলে গাব ব্যথায় ;
উঠ্‌বে কেঁপে গীতি-ধ্বনি শূন্য গগনে।
(সে গান্) যত ভেসে যাবে তত গাব সঘনে।
আকাশ-তলে বাতাস-ভরে
মুঞ্জরিত তরুর পরে -
(মোরে) দেখে যদি ভাব, অধীর সুখ-বহনে,
(এসে) দেখো আমার বক্ষ ভাঙ্গা দুঃখ-সহনে

---

(৪)

ব্যথা মরমে ? কথা সরমে—কেন গো,

পুষি বুকে শ্বসিয়ে সারা ?

আঁখি পাতা সুকোমল ঢেকে রাখে ঝরা জল ;

বিজনে নয়নে বহে ধারা।

শ্বসিছে পবন ওই তব দুখে, করুণায় ;

শীতলিতে ঝরে কর, সুধাকর-ঝরণায় ;

আমি কেঁদে গাই গান, প্রীতি দিয়ে ঢাকি প্রাণ ;

তবু কি রহিবে সুখ-হারা ?

বিনোদিনু মৃদু হাতে পরশি' কপোল-তল,

সরায়ে বাঁধিয়া দিনু উড়ে পড়া কুন্তল,

জল ভরা দুটি আঁখি চুম্বনে মেখে রাখি ;

নাচে নাকো তবু আঁখি-তারা !

(৫)

সাজায়ে এনেছি আজি এ বিজনে তোমার পূজার ডালি।
গেছে সারাদিন সেধে সাধনায়,
পোহাল যামিনী কেঁদে বেদনায়;
(সেই) দিবসের শ্বাস, নিশার অশ্রু, এস গো চরণে ঢালি।
সুরভিত ধূমে পুড়িছে কামনা,
প্রদীপ্ত শিখায় জ্বলিছে ভাবনা,
(মম) তাপস মানস জাগিছে দীর্ঘ জাগরণ-ব্রত পালি।
আজি এ নিভৃতে তোমার পূজায়
লহ সুখ দুখ বোঝায় বোঝায়;
(তব) চরণ-প্রান্তে ঢালিয়া সকলি হৃদয় করিব খালি।

সুখ পঞ্চক

(গান)

(১)

মম যৌবন আজি এসেছে রে ফিরে জীবনের তীরে, মরি রে!
নব বাসন্ত কুসুম কান্ত, হাসিছে কানন ভরি রে।
কিসলয়-তলে দুলিছে মুকুল,
বুকে পরিমল চাপায়ে;
গাহিয়ে আবার গাহিতে ব্যাকুল
পাখীরা, কুঞ্জ ছাপায়ে।
আজি সরস, সচল, দীপ্ত চিত্ত, অবশ আমি ত নহি রে।
পুরানো বাসনা পড়েছে ঝরিয়া
নূতন পাতার নিশ্বাসে;
গিয়াছে জীর্ণ জরা ত মরিয়া—
অমৃত প্রীতির বিশ্বাসে।
মলিন কান্তি উজলি' কিরণ, ঝলকে আমার শরীরে।
অধীর কণ্ঠ উল্লাসে গায়
সঙ্গীতে সুখ কাঁপায়ে;
অধীর চিত্ত উৎসাহে ধায়,—
(ওগো) পড়িবে কোথা সে ঝাঁপায়ে?
আমি প্রীতির বক্ষে কুসুমের মত পড়ি সুগন্ধে ঝরি রে।

(২)

কেন এত ভাব্‌না রে ভাই ? দুঃখ তোমার থাক্‌বে না।
গড়িয়ে পড়ুক্ অশ্রু যতই, একটী দাগও লাগ্‌বে না।
জাগ্‌ছে ব্যথা মাথা তুলে—
বাঁধন্ ভেঙ্গে বুকের কূলে ?
ব্যথার-বেথী তোমায় ছুঁলে, আর সে ফিরে জাগ্‌বে না।
বসন্ত যে সবার তরে—
ঘুরে আসে পরে পরে ;—
তোমার ঘরেও আস্‌বে ; শুধুই নিদাঘ তোমায় তাপ্‌বে না
দুঃখ, বিষাদ, যাবেই যাবে ;
খোঁজ যারে, পাবেই পাবে ;
গলা-ভরা সাধাসুরে বারেক্ তারে ডাক্ দেনা !
কোথায় সে জন, পাওনা ভাবি' ?
(ওই) আস্‌ছে নিয়ে সোণার চাবি,—
খুল্‌বে বুকের রুদ্ধ তালা, বন্ধ করেই রাখ্‌বে না।

(৩)

আর খুঁজিনে সুখের ঝরা, ভোরের আলো সাঁঝের ছায়ায়।
উৎস গেছে খুলে বুকে তোমার হাসি তোমার মায়ায়।
তোমার আঁখির দৃষ্টি পড়ে,—
আর ডরিনে বর্ষা ঝড়ে;
যাক্ না শরৎ, যাক্ বসন্ত, চাইনে তৃপ্তি ফুলে, হাওয়ায়।
তোমার নামে প্রাণের পরে
বহে সমীর, পুষ্প ঝরে;
তোমার প্রীতিই চাঁদ মাখানো শিশির জলে আমায় নাওয়ায়॥

———

(৪)

উড়্ব আমি আকাশপথে, তোমায় বুকে জড়িয়ে।
হ'লে ক্লান্তি, ভাঙ্গ্ব শ্রান্তি মেঘের উপর চড়িয়ে।
যায় না সেথা পাপের দৃষ্টি,
বৃষ্টি-ধারে ধূলা ধোয়া ;
শূন্যতলে, মেঘের কোলে,
বহে কেবল শীতল হাওয়া ;
(মোরা) সেই আকাশে, সেই বাতাসে থাক্‌ব পাখা ছড়িয়ে।
নেয়ে-ধুয়ে জলের কণায় –
জলদেরি চাপে গো,– –
শুকিয়ে নেব আবার পাখা
ঊর্দ্ধপথের তাপে গো।
(তথা) খেল্‌ব কত আলোর খেলা, কিরণ মাঝে গড়িয়ে।

---

(৫)

আস্‌ছে ভেঙ্গে চোখের পাতা সুখের পরশে।
স্বদূর হতে যাদুর বলে
প্রবেশি' আসি হৃদয় তলে,
প্রীতির দেহে, অতুল স্নেহে, বুলায় কর, সে।
স্বপনে যেন গলিয়া চুমে
চেতনা পড়ে ঢলিয়া ঘুমে ;
জাগায় শেষে, কুসুম পিষে অঙ্গ-পর সে।
লুটায় আঁখি সরস-রস সঙ্গ পরশে।
চাহিনে আমি—অতনু-নতা
মোহিনী অতি সুতনু-লতা,
প্রীতিতে শুধু জড়ায় প্রীতি অমিত হরষে।
মুদিয়া আসে চক্ষু, মধু-জড়িত পরশে।
ভাসিয়া এসে মধুর গীতি
ঝরিয়া পড়ে সরমে নিতি ;
গীতির সাথে মাখানো ঘন পীরিতি বরষে।
আসে রে ভেঙ্গে চোখের পাতা সুখের পরশে।

প্রীতি পঞ্চক।

প্রার্থনা।

দেবি!

জীবন তুচ্ছ করিতে শিখাও, জীবন করিব ধন্য।
সকলের আগে সেবিতে চরণ,
স্থির অনুরাগে লভিতে মরণ,
সেবকবর্গ মাঝারে আমারে কর গো অগ্রগণ্য।
জয়-পরাজয়, মান-অপমান,
না গণিয়া মনে হব আগুয়ান,
তীক্ষ্ণ প্রহারে বক্ষেতে ক্ষত লভিব তোমার জন্য।
শুনি পুরাকালে হইল যখনি
বীরের শোণিতে সিক্ত অবনি,
—কে পারে গণিতে— সে শোণিতে কত জনমিল বীর সৈন্য;
আজিকে আমার রুধির ধারায়—
তোমার চরণ-তলের ধরায়
দেখি জাগে কি না, লভিয়া শক্তি নবীন ভক্ত অন্য।

লভিতে শিখাও ভীষণ আঘাত,
বহিতে শিখাও অসীম বিষাদ,
সহিতে শিখাও ফুল্লবদনে যাতনা দুঃখ দৈন্য।
বুলায়ে চরণ-ধূলি এ মাথায়,
ভুলায়ে তোমার মহিমা-গাথায়,
জীবন তুচ্ছ করিতে শিখাও, জীবন করিব ধন্য।

নব প্রভাত।

(১)

নমি তব পদে আজি এ প্রভাতে ;—
প্রবেশিব নব জগত-সভাতে,—
শুভ্র পুণ্য-বসন অঙ্গে
পরিয়ে দে মা।
করিয়ে আশিস্ শিরে উষ্ণীষ
জড়িয়ে দে মা।

(২)

কর্ম্মের পথ রুধিয়া আমার
দাঁড়ায়ে উচ্চ জড়তা পাহাড় ;
ঠেলিয়া চরণে সে বাধা বিষম
সরিয়ে দে মা !
আছে তার পর নিরাশা সাগর—
তরিয়ে দে মা।

(৩)

পুণ্য সমরে হইব যাত্রী,
দেহ গো শস্ত্র জগত-ধাত্রী ;
প্রীতির ধর্ম্মে অটুট বর্ম্ম
গড়িয়ে দে মা।
তূণেতে আমার শর সাধনার
ভরিয়ে দে মা !

নব বর্ষে।

হে মৃণ্ময়ী জন্মভূমি, আপন্ হাতে স্নেহে তুলি'—
মাখিয়ে দেও অঙ্গ ভরি আশীর্ব্বাদী পায়ের ধূলি।
আজ্ বছরের প্রথম দিনে, তব নব সেবা-ব্রতে
নিজে তুমি দীক্ষা দিয়ে চালাও মোরে লক্ষ্য পথে।
সহ্য কর্ব কঠোর পীড়া, তুচ্ছ কর্ব পেটের জ্বালা;
প্রীতির সেবায়,—হাসির শোভায় মলিন বদন কর্ব আলা।

ব্যর্থ হলেও যত্ন, ফিরে স্বার্থপুরে আর যাব না;
সিদ্ধিকল্পে কর্ম্মসঁপি, কর্ব ব্রত উৎযাপনা।
তীব্র রুক্ষ দুঃখ যদি ঘনিয়ে আসে অতিরিক্ত,
দিব তবু ভক্তি পুষ্প আঁখির বাষ্পে করি সিক্ত।

সন্ধ্যা যবে আসে আসুক্ ঘনঘটায় ছেয়ে আকাশ,
বহে বহুক্ দম্‌কা বেগে ঝন্‌ঝা ভরা কালের বাতাস।
বিশ্বপ্রীতির সাধনাতে চল্‌ব ঘড়ির কাঁটার মত;
বন্ধ যবে হবে, হবে; থাক্‌বে ভবে সেবাব্রত।

নিদাঘে।

আনি প্রথম-নিদাঘ-প্রভাত-তপন
চরণে,
করি ভূষিত নবীন বরষ-দিবস
কিরণে,—
মহা রুদ্র মূরতি
প্রতিভা-শকতি
জাগাও ভারতী,
বঙ্গে।
মধু সুরভি-গরব ভরা মধু ঋতু
গিয়াছে।
তার বিলাস-আলস-লুলিত পবনে
কি আছে?
নাহি চাহি সে তৃপ্তি;
রুদ্র দীপ্তি
বিকাশ গো ক্ষিতি
অঙ্গে।

জ্বালিয়া রৌদ্রে হোমের অনল,
দ্বিজ ও শূদ্রে দেহ গো কুশল-
দীক্ষা;
দীপিয়া প্রেরণা প্রাণের রন্ধ্রে,
দেহ গো নূতন বেদের মন্ত্রে
শিক্ষা।

শারদ প্রভাতে।

১

গিরি, বন, নদী রঞ্জিয়া রবি,
ফুটায় ধরায় সুহাসি।
হেরি সে ফুল্ল প্রভাতের ছবি,
প্রবাসে চিত্ত উদাসী।
এ প্রবাস-বাসে মানস-নেত্রে
নেহারি তোমারে বঙ্গ!
সমতল ভূমে ধান্যক্ষেত্রে
স্নিগ্ধ উজল অঙ্গ!

২

নাহিক এমন তটিনী তথায়
উপলে ত্বরিত চরণা;
ভূধর প্রান্তে তরুর ছায়ায়
নাচে না এমন্ ঝরণা।
নাহিক বঙ্গে নিবিড় বিজন
বিশাল বনের গরিমা;
তবু প্রেমভরে করি গো পূজন
সে সুখ শারদ-প্রতিমা

৩

ভূষিয়া পদ্মে কুমুদে অঙ্গ

সাজ গো সরসী রঙ্গে ;

কাদামাখা জলে তোল তরঙ্গ

বঙ্গ-পাবনী গঙ্গে !

দুলাও ধরণী, হরিৎ বসন,

গাহ বিহঙ্গ প্রভাতে :

শেফালি গন্ধে আমোদি ভবন

এস উৎসব ধরাতে ।

৪

আজি গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে

জাগেরে সুখ আনন্দ ;

হেথায় পবন, বহিয়ে আনরে—

দূর উৎসব-গন্ধ ।

রঞ্জি প্রবাস, ওগো কল্পনে,

মানস-আলোক-শোভাতে

বঙ্গ-মাধুরী এ দূর ভবনে

বিকাশ শারদ প্রভাতে ।

মোহ পঞ্চক।

কাল দুটি তারা।

সে চোখের কাল দুটি তারা!

সেই চমক্‌ভরা উজল্‌ চোখের কাল দুটি তারা!

দুটি কি পাখীর ছানা,

ছড়িয়ে কোমল্‌ ডানা—

সঘনে পাতায় দোলে দিচ্চে পাখা নাড়া?

নয়নের রেখার ঘেরে

ঝলকে নেচে ফেরে;

গায়ে কি বস্‌বে উড়ে? পোষা পাখী তারা?

যখনি ভুলি' নাচে—

খাঁচাটি পাতি কাছে,

বসে সে উঁচু গাছে! বনের পাখীর বাড়া!

ডেকে গায় কভু ছলে,

—নীরবে কথা বলে!

এগুলেই পাতার আড়াল! পাইনে কোনো সাড়া।

রাঙ্গা ঠোঁটের হাসি

লুব্ধ মনে শুনি, কথা কানে তুলিনে,
রাঙ্গা ফুলের পাঁপ্‌ড়ি নেহারি।
মুগ্ধ হয়ে থাকি সদা, গানে ভুলিনে;
ঢেউ গুণি ও ঠোঁটে তাহারি।

নাই গগনে মেঘের ছিটে, চাঁদ্‌নি যামিনী;
বায়ু খেলে আলোএ লুটিয়ে।
সেই গগনের মাঝে ফুটে ছোটে দামিনী,
বিধুমুখে মধু ছিটিয়ে।

লক্ষ হাজার চুমো খেয়ে তবু কি জানায়?
ঘুমায়নাকো ঠোঁটের কোলেতে!
মিট্‌মিটিয়ে থাকে চেয়ে শুয়ে বিছানায়,
অঙ্গ দোলায় ফুলের দোলেতে।

মিষ্ট রসে পুষ্ট রাঙ্গা ওষ্ঠে অধরে
হাসি এসে বাসা বেঁধেছে।
সৃষ্টি জোড়া পরাণ্ ভাঙ্গা তৃষ্ণা যত রে
আমার ঠোঁটে ঢেলে কে দেছে?

দৃষ্টি ফেল পরাণ্‌মুখো কেন তুমি গো?
ছট্‌ফটিয়ে মরি হরষে।
ঠোঁটের কোলের হাসিটুকু এস চুমিব,—
মানা যদি অঙ্গ পরশে।

মুগ্ধ।

(১)
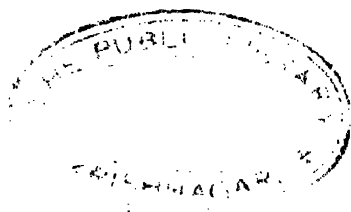
ঠোঁটের বোঁটায় দোলে ফুটে রাঙ্গা হাসির ফুল ;

আমি এসে পুষ্প চয়নে,—

ভুলে খালি ফুলের পানে চাই।

ঝলক্ ভরে তরল্ আলো ছাপিয়ে পাতার কূল

উছ্‌লে পড়ে উজল্ নয়নে ;

সেই আলোকে নেয়ে ধুয়ে যাই।

ঝরে দেদার সুধার ঝরা গীতি-ধ্বনিতে ;

ঝর্ণা কূলের বাতাস লাগে গায়,-

ছিটে ফোঁটা মধু-শুধু-পাই।

ফুলে' ফুলে' ওঠে জোয়ার, রূপের নদীতে ;

দুলে দুলে তরী ভেসে যায় ;

কূলে কূলে আমি ছুটে ধাই।

(২)

জালে পড়া পাখী আছি পাখা ছড়িয়ে,—
কাঁটা-গাঁথা আটা-মাখা পাশ ;
দাঁড়িয়ে দূরে দেখ্‌ছ শিকারী ?
যেতে হুকুম দিচ্চ, বাঁধন্‌ পায়ে জড়িয়ে ?
এ যে বেজায় নিঠুর পরিহাস !
উড়্‌তে নারি, কচ্চি স্বীকার-ই।
টোপ্‌ গিলেছি লোভে পড়ে, উগ্‌রে ফেলা দায়।
দিঠির জোড়া বঁড়্‌শি বিঁধেছে।
মজা তোমার মাছের বেপারি।
হেচ্‌কা টানে মাছ-খেলালে কণ্ঠা ছিঁড়ে যায়,—
বোঝেনা, যে খেলায় মেতেছে।
এই দুনিয়ার এম্নি বেভার-ই !

(৩)

প্রাণের দখল্‌ চাইনে, কেবল মুষ্টি ভিখারী,—
তবু কেন দোরে ফেলে যাও ?
প্রেম-নিধি থাকুক্‌ ভাঁড়ারে।
চাইনে প্রেমের জমিদারী ; গরিব বেচারি—
খুসী হব, যদি মোরে দাও
দুটি দানা আঁচল্‌ ঝাড়ারে।

তৃপ্তি আমার, মুগ্ধ প্রাণে কাটিয়ে দেওয়া দিন;
মন্ মজাতে নেইক মনের সাধ
জীবন-ভরা থাকুক ধাঁধারে!
বসি রূপের সিংহাসনে, বাজিয়ে প্রেমের বীণ্
সুরের নেশায় করে দিয়ে মাৎ,
বিশ্ব রাখ মোহে বাঁধারে।

অনুরোধ।

তুমি রহিও না

চেতনা-ডোবানো বেদনা জাগায়ে চাহিয়া;

তুমি কহিও না

খিন্ন জীর্ণ লুপ্ত কাহিনী, গাহিয়া।

করুণা-তরল-বরষা-লিপ্ত-

চাঁদের কিরণে ক্ষিপ্ত চিত্ত;

সঙ্গীত, করে বিষাদে সিক্ত

স্বর-তরঙ্গে নাহিয়া।

তুমি দহিও না

পিপাসু করিয়া উপাসে শুষ্ক কণ্ঠ;

তুমি লহিও না

প্রীতি-রঞ্জনে রক্ত অধর গণ্ড।

ঝলকি উঠিলে রূপের অনল,

জমানো এ প্রাণ হবে রে তরল;

প্রবাহে বহিবে দুখের গরল

ছড়ায়ে বিষের গন্ধ।

তুমি সহিও না—

যুগযুগান্ত-সঞ্চিত ভার, সরলে!

তুমি বহিও না—

পাষাণ মাথায়, শ্বসিতে ব্যথায়, অবলে!

সরমের মত নরম বোঁটায়

স্বপ্ন-সুরভি কুসুম লোটায়;

নীরস শৈল কভু কি ফোটায়

কঠোর বক্ষে কমলে?

ললিতা।

ঊষার তাপে রাঙ্গানো, আর
তুষার চাপে জমানো তার
      ননীর ডেলা শরীরখানি
            যতনে টানি যখনি ধরি,—
      দুখের তাপে   কঠোর চাপে
            গলিবে বলি অমনি ডরি।

অনিলে যেন তূলার খেলা,
সলিলে যেন শোলার ভেলা,—
      ললিত চাপে   দলিত তনু
            অতলে যেন তলিয়ে যায়।
      স্বপন সম   কোমল কম
            পরশ লাগে গলিয়ে গায়।

প্রশস্তি পঞ্চক।

গুরু।

শিশুর মতন নিত্য প্রফুল্ল সরল,
যুবকের তীব্র বীর্য্যে উৎসাহে অটল,
সাধনা, ধীরতা, জ্ঞানে, মনীষী প্রবীন ;
ধর্ম্ম-পথ-যাত্রী সুধী, তুমি চির দিন।
রমণীর ভক্তি প্রাণে, শক্তি পুরুষের ;
সেবা অনুরক্ত তুমি সদা স্বদেশের।
যৌবনে বৈরাগ্য সাধি' লভি' সেবা-ব্রত,
ব্রহ্ম--পাদ--পদ্ম--মধু' পানে হলে রত।
কল্পনা, লেখনী, চিন্তা, কর্ম্ম সমর্পণ
করিয়া ভারত-পদে, পবিত্র তর্পণ
করিলে মঙ্গল-কল্পে। তুলি' করে ধরি,
অন্ধে দেখাইলে পন্থা ; পুণ্য বর্ম্ম পরি'
যুঝিয়া পাপের সাথে, হ'লে জয়ী বীর ;
তব জয়ে জন্মভূমি আজি উচ্চ শির।

কবি।

সরস ব্যঙ্গে, হাসির রঙ্গে,
বিপুল বঙ্গ-মজ্‌লিশে—
করিছ সৃষ্টি বচন মিষ্টি ;—
আম্রশ্রেষ্ঠ ফজ্‌লি সে।
ছেড়েছে চাদর বিলাতি বাঁদর,—
হচ্চে তাদেরো সুখ্যাতি ;
পাচ্চে দণ্ড যতেক ভণ্ড—
চণ্ডী, নন্দ, ইত্যাদি।
শুধু কি হাসাও ? কাঁদিয়ে ভাসাও,—
পাষাণে বসাও চিহ্ন ;
রূপসী নবীনা পাষাণী প্রতিমা—
রচিবে কে তোমা ভিন্ন ?
তাপেতে তপ্তা সে অভিশপ্তা,
কাঁদিলে মুক্তা ঝরে ;
কুড়ায়ে সে ধন সতীরা এখন
হারের রতন করে।
'ইরা' গুণবতী করুণা মূরতি,
'দৌলত' সতী-রত্ন,
প্রীতির দেহের পরাণ "মেহের",
ঢালিছে মোহের স্বপ্ন।

ওগো ও মিত্র, অতি পবিত্র
তোমার চিত্র-তুলিকা।
বিবিধ বর্ণে সুরভি পর্ণে
এঁকেছ পুণ্য-কলিকা।
জড়তা যুক্ত চেতনা-লুপ্ত----
আঁধারে সুপ্ত মহীতে,—
নব ভানু-তাপ প্রসারি' প্রতাপ,
আনিল প্রভাত চকিতে।
'চারণীর' গীতি 'মানসীর' প্রীতি
যেন রে বিজুলি-কণা,—
নাচায়ে ফিরায় শিরায় শিরায়
নবীন উদ্দীপনা।
হাসিয়ে হাসাও, কাঁদিয়ে কাঁদাও,
শৌর্য্যে মাতাও প্রাণ;
বিভব-গরবে অক্ষয় হবে
এ ভবে তোমার গান।
রহি পবিত্র সরস নিত্য,
ভুলিয়ে বিরহ-বাধা,
বিবিধ ছন্দে মধুরে মন্দ্রে
গাহ দ্বিজেন্দ্র, গাথা।

সন্ন্যাসী।

অন্বেষিছ হে সন্ন্যাসী, ভস্ম মেখে গায়
পরম চরম সত্য। দলিয়াছ পায়
মর-বিভবের মায়া; কি অমর পণ!
অরবিন্দ সম কান্তি, তরুণ জীবন,
কঠোর সাধনা ব্রতে করিতেছ ক্ষয়;
সহি ক্লেশ, দৈন্য সদা মুখ ম্লান নয়।
দুঃখ যত পেষে, ভূত চন্দনের মত
সুরভি অধিক তব নিঃসরে সতত।
হেলায় এড়ালে ক্ষুদ্র জগতের কারা;
ছিন্ন শৃঙ্খলের গ্রন্থি। আনন্দের ধারা—
ঢালিছ ভারত-ভূমে। দেব মহেশ্বর,
কর এ সন্ন্যাস-ধর্ম্ম আলোকে ভাস্বর।
সে আলোকে শত শত যুবক ভারতে
করি স্নান, নেবে দীক্ষা, নব সেবা ব্রতে।

ঋষি।

প্রশান্ত অন্তরে বসি, হে ঋষিপ্রবর,
অফুরন্ত ক্লান্তি-হীন উদ্যত উদ্যমে
কি ফুল্ল জ্ঞানের পুষ্প বিকশি' সুন্দর—
সে ফুলে অমৃত-পান করিছ সংযমে।
ভোগ-সুখ তুচ্ছ করি, নিত্য চিত্ত ভরি
অক্ষয় অমূল্য নিধি করিছ সঞ্চয়।
সে রত্ন যতনে তুলি' দিলে উপহরি ;
ধন্য তাহে জন্মভূমি। তুমি বিশ্বময়
ঘোষিলে দেশের খ্যাতি, আলোকি' কিরণে
অতীত বিস্মৃত তার গৌরব অমল।
ক্ষুদ্র এই স্তুতি-পুষ্প লবে কি চরণে ?
এ নহে সুরভি-স্নাত প্রফুল্ল কমল।
কৃপা করি উপহার লইলে বহিব
অসীম আনন্দ প্রাণে, চরণে নমিব।

দেবী।

ঝলকে লাবণ্যে তব দীপ্তি মহিমার,
শুচি শোভে হসিত বদনে;
সংযমে যৌবন বাঁধা শ্রীঅঙ্গে তোমার,
বিশ্বপ্রীতি উদ্ভিন্ন নয়নে।
আছে অঙ্গ, তবু হেরি, তুমি অশরীরী;
রূপে রাজে অরূপ অব্যয়।
সঞ্চরে অন্তর মম শ্রীচরণ ঘিরি';
কর প্রীতি অমিত অক্ষয়।
করুণা ঝরিছে লোকে অধর-স্পন্দনে;
শুনি বাণী, ভক্তিযুতা ধরা;
প্রীতিতে বিজিত বিশ্ব। বিজয়-বন্দনে
নত শির, ক্ষিতি ও অমরা।

কৌতুক পঞ্চক।

(প্রবাসী-সম্পাদক লিখিয়াছিলেন ঃ—"শ্রীযুত বিজয় চন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীর সূচীতে 'প্রৌঢ়' বলা হইয়াছিল। তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন)।

১)

পোঁচিয়া কথা বল্লে রূঢ় বুঝ্‌তে পারি ; নইক মূঢ়!
ঠারে ঠোরে 'প্রৌঢ়' শব্দে বুড়ো বলে চোখ্ টেপা !
চাপা হাসি পিষে দাঁতে আঙ্গুল নেড়ে ইসেরাতে,
নেলিয়ে দিয়ে চ্যাংড়া ছেলে দিচ্ছ হুকুম,—"খুব্ খেপা।"
আমার যে ছাই বয়স্ বেশী, সাক্ষী কি তার পক্ক কেশ-ই?
এত নাচি এত হাসি, সে সব কি গো ফক্কিকা ?
প্রাণটা দিচ্চে হামাগুড়ি, কিম্বা হাওয়ায় উড়্‌ছে ঘুড়ি ;
দোষ্‌টা তবু ক'রে বাহির, কচ্চ জাহির মক্ষিকা !

(২)

ভাবো কি গো, চিরজন্ম ছিল আমার গায়ের চর্ম্ম
এমিধারা কালের হাতের লাঙ্গল্ দিয়ে চাষ করা ?
না হয় নাইবা ছিলেম কার্ত্তিক, কিন্তু শোনো ওগো তার্কিক,
সুঠাম ছিল অঙ্গ আমার, কাঠাম ছিল ঠাস্-গড়া।
শিরায় ছিল উষ্ণ রক্ত, (এটা নয়কো প্রত্নতত্ত্ব),
গণ্ড ছিল মাংস ভরা, দন্ত ছিল সার-বাঁধা ;
পা ছিল না তিলের ডাঁটা— শিরে তোলা বেজায় ফাটা ;
ঘন কালো গোঁপের তলায় ছিল হাসির হার গাঁথা।

(৩)

হায়রে সেকাল! আমায় লোকে বুড়া বলে যাচ্চে বোকে!
দুনিয়াতে দেখ্‌লেম মজা হাজার রকম আজ্‌গুবি!
যম বেটা সে মুদ্দফরাস্‌,— স্বয়ং পেলেন্‌ বুদ্ধ তরাস্‌—
আমার অঙ্গ এত ভঙ্গ, সেই বেটারই কারচুপি।
ওরে রে ডোম্‌ ওরে চণ্ডাল, (হার মেনেছে গথ্‌ ভেণ্ডাল!)
ভেঙ্গে দিলি ঝঞ্ঝাবাতে সাধের কুঞ্জ যৌবনের!
সতেজ শ্যামল আশার তরু, এত শুক্‌নো, এত সরু ?
ধূলায় গড়ায় ঝরা পাতা; এই কি ভাগ্য ঐ বনের?

(৪)

যাক্‌গে কথা মিছে ভাবাই ; কিন্তু কেন তোম্‌রা সবাই
আদর করার ছলে এসে দিচ্চ কোসে কান্‌মোলে ?
উড়্‌ল যমের এক্‌ তুড়িতে সবি আমার! গুড়্‌গুড়িটে
একলা বারি-সিক্ত-প্রাণে স্নিগ্ধ ডাকে গান্‌ তোলে!
মরি লোকের দেমাক্‌ হেরে! (ওরে হরে, তামাক্‌ দেরে!)
শাঁপ্‌ দিচ্চি অগ্নি ছুঁয়ে,—বল্‌বে যারা "ঐ কথা,"
তাদের যেন নাতির নাতি খেপায়, বলে "বুড়ো হাতি।"
আমিও জানি দাদ্‌ তুল্‌তে! বল্‌বে যে যা, সইব তা?

জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।

বিরহে।

মূর্খ আমি, সূক্ষ্ম প্রেমের করি মিছাই দাবি!
প্রাণ্‌টা আছ প্রাণে গুঁজে, তবু তোমায় পাইনে খুঁজে;
দূরে আছে দেহখানা এতেই বেজায় ভাবি।
পটের উপর কালো দাগে ছবির ছায়াই ভাল লাগে;
ছায়াশূন্য প্রীতির আলো হারায় আঁখি-তারা;
রং-এর আলো চক্ষে ভরি' আমি তোমায় লক্ষ্য করি;
সত্য কিছু বুঝি নাকো আস্ত ফাঁকি ছাড়া।
কথার চেয়েও মধুর, রামা! প্রমাণ হচ্চে অধর রাঙ্গা;
চিঠির চাইতে দিঠির ভঙ্গি হ'ল শেষে প্রিয়।
অতিরিক্ত হবে যখন দেহাতীত প্রীতির কথন,
ঠোক্‌না মেরে আমার গালে মুচ্‌কে হেসে নিও।
ঐ সুযোগে দিও চুলোয় ফাঁকা যত 'থিওরি'গুলোয়;
বোলো অঙ্গাতীত সত্য, শুন্‌বে লক্ষ দিনেন্‌;
বুঝিয়ে দিও বারম্বার— বসন এবং অলঙ্কার,
বৃদ্ধি করে অনুরাগ, নারীর পক্ষে নিদেন্।
প্রমাণ কোরো খোঁপা নেড়ে (আমি যাব বোকা মেরে)
দেহের বর্ণ স্বর্ণ ভূষায় উজল্ করে খাঁটি।
বুঝ্‌ব আমি,—নারীর ফুল্ল দীপ্তি বাড়ায় সাড়ীর মূল্য।
প্রীতির তত্ত্বে গীতার অর্থ একেবারে মাটি।

পুরুষসিংহ

(হাস্য ব্যতিরিক্ত নবরসের রচনা ।)

অদ্ভুত ।

অক্ষক্রীড়া ঘটায় ব্রীড়া, কিযে তা বলোনা !
দিনটা ভোর করিয়া শোর, সতের পোলনা !

বীভৎস ।

মেজাজ্ গেল বিগ্‌ড়ে তাহে মুস্‌ড়ে গেল প্রাণ ;
ভঙ্গ খেলা ; সিং হ বাবু গৃহেতে ফিরে যান ।

রৌদ্র ।

প্রবেশি গেহ কহিল—“কেহ দিবে না কি গো ভাত ?”
“এসেছ ঘরে ?”—গিন্নি তাঁরে কহিল দৈবাৎ ;
“খেলিলে পাশা ক্ষুধা পিপাসা যায় না মিটিয়া ?”
আর কে দ্যাখে ? দাঁড়াল বেঁকে সিংহ চটিয়া ।

ভয়ানক।

কহিল রাগি'—"দেশ-তেয়াগী হইব এখনি।"
গৃহিণী শুধু মৃদুল মধু হাসিল তখনি।
বস্ত্রগুলি গুছিয়ে তুলি' পোঁটলা বাঁধিয়া,
চলিল বেগে বেজায় রেগে গোঁপেতে তা দিয়া!"

আদি।

এগিয়ে এসে গিন্নী হেসে ধল্লে সে গুলি,
একটি হাত প্রসারি নাথে রাখিল আঙুলি।

বীর।

ক্রোধে অধীর হৈল বীর, কথা না মানিল;
বেজায় জোরে আঁকড়ে ধরে বোঁচ্‌কা টানিল।
হ্যাঁচ্‌কা টানে বোঁচ্‌কা নিতে মচ্‌কে গেল হাত;
ছট্‌কে পড়ে' সিংহ যেরে ভূমিতে চিৎপাৎ।

করুণ।

অঙ্গে ব্যথা! সিংহ কথা কহিছে কাতরে—
"হলেম খুন্, হলুদ চুন্ আন্‌তে যাতরে!"
দুচারি-ঘটি জলের ছিটা, পাখার বাতাসে;
হলুদ-চুন-পটির গুণে তুলিল মাথা সে।

বাৎসল্য।

ঝাড়িয়া দিল গায়ের ধূলা হস্ত বুলায়ে,
রহিল তবু সিংহ বাবু ওষ্ঠ ফুলায়ে।

শান্ত।

দিলেন আনি গৃহিণী তাঁরে পথ্য থালাতে।
যতেক খান্ আবার চান্, ক্ষুধার জ্বালাতে।
হাঁড়িটি বেশ করিয়া শেষ, গুড়াকু ফুঁকিয়া,
ধূমে ও ঘুমে সকল গোল্ গেলরে চুকিয়া।

তাড়াতাড়ি।

জিনিষ পত্র বাঁধা ছাঁদার গোল্ উঠ্‌ল বাড়িতে ;
যেতে হবে খেয়ে দেয়ে, ধেয়ে রেলের গাড়ীতে।
নাকে মুখে গুঁজে দুটি, ছুটে গেলাম ষ্টেসনে ;
হুঁকো বুঝি গেছি ফেলে ! কাহার কথা কে শোনে ?
পেয়ে একটি বন্ধু তথা, গেলাম কথা কহিতে,—
উঠ্‌ল বেজে মেলের বাঁশী, আর কি পারি রহিতে ?
জিনিষ গুণে, হেঁচ্‌ড়ে টেনে তুল্‌তে মাত্রে হাঁপিয়ে,
চল্ল ছুটে গাড়ী দ্রুত, শরীর শুদ্ধ কাঁপিয়ে।

থাম্‌ল গাড়ী ; তাড়াতাড়ি তবু মোরে ছাড়ে কি ?
চ্যাঁচামেচি কল্লে মিছে, কাজের গৌরব বাড়ে কি ?
যাস্‌নে ছুটে ওরে মুটে, একটুখানি দাঁড়ারে !
গোলেমালে হারিয়ে গেল সন্দেশেরি হাঁড়ারে।
সাজিয়ে জিনিষ গাড়ীর মাথায়, উঠিতে না উঠিতে,—
এত মড়া—তবু ঘোড়া লাগ্‌ল বেজায় ছুটিতে।
জল্‌দি কেন গাড়োয়ান্ ? ঘোড়া তোমার মর্বে যে।
ঘণ্টা ভাড়া পাবে, তবু তাড়াতাড়িই কর্বে হে ?

তুমি যাচ্চ তাড়াতাড়ি, আমি ধীরে সুস্থে ;—
অর্থ টা তার একটুখানি তলিয়ে যদি বুঝ্‌তে !
সবুরে যে মেওয়া ফলে, সেকথা কি সত্য নয় ?
কিলিয়ে যে কাঁঠাল পাকাও, সেইটি খালি পথ্য হয় ?
জীবন তত্ত্বের হ্রস্ব দীর্ঘ একেবারেই ভুল্লে হে ;
শত যুগ ত শত বর্ষ, শতেক ফোঁটা কুল্লে হে !
শিথিল কর পায়ের গতি, এবং কোমর-বন্ধ।
শুয়ে শুয়ে ন্যাজ্‌টি নাড়া, কাজ্‌টি নহে মন্দ।

দোষ নিজের নয় গো মা।

("দোষ কারো নয় গো মা"র সুরে)

দোষ নিজের নয় গো মা।

(আমি) খোদার খোঁদা খানায় পড়ে মরি শ্যামা।

(হায়রে) সঙ্গী দোষে নাটক দেখেই পড়া আটক্,

এবং আড্ডা ফেঁদে সেধে সা ঋা গা মা ;

(তাহে) হ'ল মাথা খারাপ খেয়ে পরের সরাপ ;

বেচ্‌তে হ'ল শেষে পুঁথি ধুতি জামা।

(ওগো) ছিল না তাঁর কসুর— চাক্‌রি দিলেন শ্বশুর,

কিন্তু কলম্‌পিশে আপীসেতে ঘামা—

পোষাল না ; ওসে পূর্ব্বজন্মের দোষে

তাড়িয়ে দিল সাহেব ; কুড়িয়ে নিলেন্ মামা।

(পরে) বহু কষ্ট ভুগে দাসীর ঘরে ঢুকে,

বাক্স ভেঙ্গে নিলেম্ সোণা রূপা তামা ;

(হায়রে) শীলতা ভুলি সে দিলরে পুলীশে,

(পোড়া) গ্রহ-দোষে ক্ষমা করিল না বামা।

(পাড়ার) সঙ্গী গুলোর দোষে, শনি গ্রহের রোষে,

পূর্ব্ব জন্মের পাপে, বিধির শাপে শ্যামা,—

(এখন্) মাথায় করে বই— তারা ব্রহ্মময়ি !

(ভব-) কারাবাসে এসে যা-তা ধামা ধামা।

উৎসর্গ

তোমারি নিকুঞ্জে তুলি' ফুলগুলি,
সেই ছায়াতলে
এ পঞ্চকমালা গাঁথি রচিয়াছি
পর তুমি গলে।

খেয়াল পঞ্চক।

খেয়াল।

বিশ্বখানি সৃষ্টি যাঁর, তিনি কি খেয়ালি ?
নহিলে কেন জগৎ ভরা কেবলি হেঁয়ালি ?
খেয়ালে এসে খেয়ালে যায়—সুখের পরে দুখ,
ঋতুর পরে ঋতুর লীলা, যুগের পরে যুগ।

খেয়ালে গীতি গাহে ভারতী মানস-সর-মাঝে ;
চরণ দোলে বীণার তালে,—কমলদল নাচে।
সুরের সাথে চরণ-পূত সুরভি আসে ছুটে ;
খেয়ালে তাই কাব্য-লীলা পুলকে ওঠে ফুটে।

সুরনারী।

ভুঁয়ে নেমে মোরে ছুঁয়ে যাও ;
শুক্‌নো ডালে উঠ্‌বে ফুটে ফুল।
একটু থেমে মুখ্‌ নুইয়ে চাও,
বুকের কোলে ছড়িয়ে এলো চুল।
অধর খানি কাঁপিয়ে গীতি গাও ;
দূরের কথা শুনব কালা কাণে।
মুখের বাণী ফুটবে, যদি দাও
তৃপ্ত হ'তে বিন্দু মধু-পানে।
ফুল্‌ ফোটানো দীপ্তি চোখে মাখি,
আমার পানে যদি থাক চেয়ে,—
বন্ধ হেন অন্ধ দুটি আঁখি
উঠ্‌বে ফুটে, দিবা আলো পেয়ে।
পরীর মত চলে যেতে দূরে
যাওগো যদি আঙুল্‌ ঠেরে ডাকি,-
আকাশ-পথ লঙ্ঘি যাব উড়ে ;
বিনা পাখায় পঙ্গু হবে পাখী।

মেঘের মত   দোলাও নীলাঞ্চল—
                ঢেলে বুকের্ তরল প্রেম-কণা ;
ঝর্‌বে কত   মরুর মাঝে জল,
                ঊষর ক্ষেতে ফল্‌বে কাঁচা সোণা।

ভালবাসি।

প্রাণ-ভরে তায় ভালবাসি,—দেখিনিকো কভু চোখে।
আমি বল্‌ছি খাঁটি কথা,—বুঝ্‌বে নাকো তবু লোকে!
ভাব কিগো, আঁখির কোমল পাতার তলার চাউনি বিনে,
কোনো জন্মে কোন মানুষ প্রাণ্‌টা কারো নেয়নি চিনে?
ভাব কিগো, প্রেমের ফুল্‌টি ফোটে খালি রূপের বোঁটায়?
প্রীতির সরু অঙ্গখানি, চুম্বনেরি রসে মোটায়?
গুণের একটা দোহাই দিয়ে, রূপে খ্যাপে চোদ্দ-আনা;
দু-আনা বাদ মানুষ ভবে, দেখ্‌তে পাচ্চি বদ্ধ কাণা।
সেই দু-আনার মাঝে হচ্চে একটি পয়সা আমার ওজন;
তুমি বল্‌ছ,—ঘষা সেটা? বোঝে প্রেমের ব্যাপার যে জন
আমার মূল্য তারি কাছে। দেখিনি তায় কভু চোখে।
যাচ্চি খাসা ভালবেসে, বুঝ্‌লে নাকো তবু লোকে।

শারদা।

বরষা গেছে উড়িয়া মদ-মত্ততার ;
হরষে আছে ফুটি বিশদ চিত্ত তার।
চমকি নাহি ঝলে দামিনী, বারবার ;
কনকময়ী মূরতিখানি শারদার
স্নিগ্ধ ভাতি বিতরে প্রেম-মহিমার।
মুগ্ধ মনে পূজি শ্রীপদ প্রতিমার।
জলদে—
জলের কণা ছলকে না ;
চল-বিজুলি ঝলকে না
অনল-বরণে।
শরদে—
শুভ্র অতি অভ্রদল
খেলিছে দুলি, সুনির্ম্মল
শ্যামল গগনে।

ছায়া।

চেয়ে থাকি তার আঁখি পানে,—
দৃষ্টি যেন লেখে দীপ্ত লেখা ;
নিয়ত নূতন হয় মানে-
যত পড়ি রেখা পরে রেখা।
ওকি গো কোমল অনুরাগে
আত্মমগ্ন সংযমের ছায়া ?
সন্ন্যাসিনী ? ওই যেন জাগে
আসক্তি-কামনাময়ী জায়া।
উছলিয়া কপোল অধর
সুধা টলে কাঁপিতে কাঁপিতে ;
যেন শুদ্ধ করুণার ঝর
ছুটিতেছে বিশ্বটি প্লাবিতে !
ক্ষুদ্র মোর বক্ষের উপর
ঢালি ধারা আদরে নিভৃতে,
সৃজিবে কি স্বচ্ছ সরোবর
পরিপূর্ণ প্রীতির অমৃতে ?

বিলম্বিত কুন্তলের তলে
স্নিগ্ধ ছায়া পড়ে কার তরে ?
অঙ্গ-লগ্ন ও চারু অঞ্চলে
লেগে বায়ু কোথায় সঞ্চরে ?
ফুল্ল সরোজিনী-পরিমল,—
ওকি খালি ফুলেরি গৌরব ?
অত তাজা সুরঞ্জিত দল,—
প্রীত শুধু লেপিয়া সৌরভ ?
প্রতিকৃতি, ছায়া দিয়ে আঁকা ;—
তাই নিয়ে ধ্যান করি একা !
স্তব্ধতায় প্রাণখানি ঢাকা ;
প্রতিবিম্বে ঝলে রূপ-রেখা ।
রেখাপরে ছায়া করে খেলা ।
তারপর ? আমার কল্পনা ।
অন্ধকারে ডুবে যায় বেলা,—
আলো ঢাল, ললিত ললনা ।

বছর চলে।

বছর চলে বর্ষা জলের
ঢলের মত ;
কিম্বা ধূলায় পায়ের ঠেলায়
Ballএর মত।
কালের বায়ু দোলায় আয়ু
নলের মত,—
পল্‌কা শাখায় কিম্বা পাকা
ফলের মত।
চল্‌ছে শরীর বটে ঘড়ির
কলের মত,
কিন্তু যমে ভাঙ্গছে ক্রমে
খলের মত।
প্রাণ্‌টা, মস্ত দীর্ঘ প্রস্থ
Hallএর মত ;
কিন্তু উদাস্‌ শূন্য আকাশ
-তলের মত।

সেথায় যে যে আস্‌ত সেজে
Dollএর মত,
গেছে, ভোজের বাজি গোছের
ছলের মত,—
নদী-কূলের ঝরা ফুলের
দলের মত;
কিম্বা লুপ্ত -স্বপ্ন-ভুক্ত
ফলের মত!
থাক্‌তে হবে তবুও ভবে
কলের মত,—
শুষ্ক তরু কিম্বা মরু-
স্থলের মত!